পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট গ্রহণের পদ্ধতিঃ

বিভিন্ন সময়ে আমাদের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটর প্রয়োজন হয়। সার্টিটিকেট গ্রহণের জন্য কিছু পদ্ধতি ও পর্যায়েরমধ্য দিয়ে যেতে হয়, তা না জানার কারণে দৈনন্দিন জীবনে অনেক হয়রানীর শিকার হতে হয়। এই সমস্ত হয়রানী হতে বাঁচার জন্য জানুন কিভাবে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পেতে পারেন।

জয়পুরহাট জেলা পুলিশের আওতাধীন এলাকার অভ্যন্তরে অবস্থানন্তর নাগরিকগণকে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পুলিশ সুপারের কার্যালয়, জয়পুরহাটে এ আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে।

১) পুলিশ সুপার মহোদয় বরাবরে আবেদন পত্র (সাদা কাগজে)

আবেদনের নমুনাঃ

বরাবর,

পুলিশ সুপার (জেলা বিশেষ শাখা)

জয়পুরহাট।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে আবেদন করিতেছি যে আমি /আমার ..... এর বিদেশ যাওয়া/স্থায়ীভাবে বসবাস করা/..... (অন্য কারণ হলে লিখবেন) ..... এর জন্যে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটের প্রয়োজন। আমার /আমার..... (এখানে আত্মীয়ের নাম লিখবেন)..... এর পাসপোর্ট অনুযায়ী বৃত্তান্ত নিম্নরুপঃ

নাম.....

পিতা/স্বামী.....

ঠিকানা.....

পাসপোর্টের নম্বর.....

ইস্যুর তারিখ……

মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ……

স্থান……

অতএব, মহোদয়ের নিকট আবেদন এই যে, আমি যাতে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স পেতে পারি তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে মর্জি হয়।

তাং- বিনীত নিবেদক

.....

ঠিকানাঃ…… ফোন নং……

সংযুক্তঃ পাসপোর্টের ফটোকপি (সত্যায়িত) ব্যাংক চালানের মূল কপি।

২) পাসপোর্টের সত্যায়িত ফটোকপি (১ম শ্রেণির সরকারি গেজেটেড কর্মকর্তা দ্বারা সত্যায়িত হতে হবে) পাসপোর্টের যেসব পৃষ্ঠায় প্রার্থী সংক্রান্তে তথ্য রয়েছে সে সকল পৃষ্ঠাও যদি নবায়ন করা হয়ে থাকে তবে নবায়নের পৃষ্ঠাসহ পাসপোর্টের ফটোকপি দালি করতে হবে। মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট গ্রহণযোগ্য নয়। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করতে মূল পাসপোর্ট প্রদর্শন করতে হেতে পারে।

৩)বাংলাদেশ ব্যাংক / সোনালী ব্যাংকের যে কোনো শাখায় ৭০০/- (সাতশত) টাকা মূল্যমানের ট্রেজারী চালান। চালানের কোড নম্বর ১-২২০১-০০০১-২৬৮১।

উল্লেখ্য, ব্যাংক চালানের কোড নম্বরের ঘরে কোন প্রকার ফ্লুইড/কাটাকাটি করা যাবে না এবং সঠিকভাবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর সীল থাকতে হবে।

৪) পাসপোর্টের উল্লেখিত স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী ঠিকানার যে কোনো একটি অবশ্যই জয়পুরহাট জেলা এলাকার অভ্যন্তরে এবং অবশ্যই ঐ ঠিকানায় বসবাস করতে হবে। যদি পাসপোর্টের উল্লেখিত স্থায়ী/বর্তমান ঠিকানা অথবা ''থানা এলাকার'' পরিবর্তন হয় তবে নিকটস্থ পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ঠিকানা সংশোধন করে পাসপোর্টের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।

৫) যারা বিদেশে অবস্থান করছেন তাঁদের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্যে যে দেশে অবস্থান করছেন সে দেশের বাংলাদেশের দূতাবাস/হাইকমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক পাসপোর্টের ফটোকপি সত্যায়িত করে তার পক্ষে আত্মীয়/অনুমোদিত ব্যক্তি আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন।

৬) মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এম আর পি) ক্ষেত্রে যদি পাসপোর্টে ঠিকানা উল্লেখ না থাকে তবে ঠিকানার প্রমাণস্বরুপ জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র/স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার এর সনদপত্রের ফটোকপি ১ম শ্রেণির সরকারি গেজেটেড কর্মকর্তা দ্বারা সত্যায়িত করে দাখিল করতে হবে। প্রার্থীর দাখিলকৃত জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন/স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর সনদপত্রগুলোর উল্লিখিত ঠিকানার সাথে প্রার্থীর বর্তমান বসবাসের ঠিকানার মিল থাকতে হবে।

৭) শুধুমাত্র স্পেন সংক্রান্তে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার জন্যে প্রার্থীকে তার আবেদনপত্রের উপরে উল্লিখিত কাগজপত্রের সাথে ০৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সত্যায়িত করে 'সচিব' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর বহিরাগমন শাখা-০৩ এ দাখিল করতে হবে।

৮) আবেদনপত্র জমা দেবার পর এই অফিস থেকে সাত (০৭) দিনের মধ্যে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দেয়া হবে।

৯) বাংলাদেশ বসবাসরত/কর্মরত বিদেশী নাগরিক/পাসপোর্টধারী ব্যক্তিগণ উপরোক্ত প্রয়োজনীয় কাদগজপত্র নিজে অনুমোদিত ব্যাক্তি দ্বারা আবেদনপত্র দাখিল করে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পারবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ পাসপোর্টে উল্লিখিত ঠিকানা যদি জয়পুরহাট জেলার বাইরে হয় তবে ঠিকানাটি যে জেলার অন্তর্ভূক্ত সেই জেলার বিশেষ পুলিশ সুপার বরাবর উল্লিখিত কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। আবেদনপত্র বাংলা/ইংরেজি ভাষায় করতে হবে। সকল পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ইংরেজিতে হবে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সত্যায়িত করে দেয়া হবে (এটি পুলিশ করিয়ে এনে দেবে)

হেল্পলাইনঃ ০১৭১৩৩৭৪০৮১